# লেসার রাইটিংস

ডাঃ মহিম ভট্টাচার্য্য

# বিষয় সূচী

## প্রথম অধ্যায়


হোমিওপ্যাথের আত্মসমালোচনার সূত্র
জীবনীশক্তি .... ১
হ্যানিম্যানের মনোবৃত্তি .... ৩
সংঘবদ্ধতা ও আদর্শ শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা .... ১৪
সরকার দপ্তরে হোমিওপ্যাথের খোলা চিঠি .... ১৭
রাজ্যপাল সমীপে হোমিওপ্যাথের খোলা চিঠি .... ২০


## দ্বিতীয় অধ্যায়


ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি .... ২৩
কনভার্ট হোমিওপ্যাথদের ভূমিকা .... ৩০
হোমিওপ্যাথির অনুশাসন .... ৩৫
ঔষধ নির্বাচনে প্যাথলজি মূল্যহীন .... ৩৭
হোমিওপ্যাথির গতিশীলতা .... ৪০
হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিকতা ও প্রচার .... ৪৩

## তৃতীয় অধ্যায়


ক্যান্সারের কারণতত্ত্ব ও
চিকিৎসা সংকেত .... ৫৫
হোমিওপ্যাথিতে 'সার্জারীর' স্থান .... ৬২
স্বাভাবিক রোগে 'সার্জারীর' ক্ষেত্র
বিচার .... ৬৭
মেটিরিয়া মেডিকা পাঠের নিয়ম .... ৭৩
প্রতিষেধক ব্যবস্থা .... ৭৮
ঔষধ নির্বাচনে রেপার্টরীর স্থান .... ৮৬
পুরাতন রোগে স্থানীয় লক্ষণের স্থান .... ৮৯
পুরাতন পীড়ায় রেপার্টরী অনুশীলন .... ৯৩
শক্তি নির্বাচন—পরবর্তী ঔষধ ও
মাত্রা প্রয়োগ .... ৯৭
দেহের উপর মনের প্রভাব .... ১০৩
প্রণাম তোমায় হ্যানিম্যান .... ১০৬

# লেসার রাইটিংস

## (সংক্ষিপ্ত রচনাবলী)

## প্রথম অধ্যায়

### হোমিওপ্যাথের আত্মসমালোচনার সূত্র

### জীবনীশক্তি

দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিশেষ করে এলোপ্যাথি আরোগ্য বিধান হতে অনেক ভাল। তথাপি একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, দেশের এক বৃহৎ অংশ হোমিওপ্যাথির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বুঝতে পারেন নাই। জনসাধারণ বা হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় অথবা শাসকগোষ্ঠি কাউকেই আমি এজন্য দোষ দিতে চাই না, বরং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজ, বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক মণ্ডলীই মূলতঃ এজন্য দায়ী মনে করি। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমি একথা বলতে চাই যে, প্রাচীন পন্থী এলোপ্যাথরা মানব দেহকে কতকগুলি শিরা, উপশিরা, কোষ, উপকোষ, অস্থি, রক্ত ও মাংসের সমন্বয়যুক্ত আধার বলেই মনে করেন। তা ছাড়া আরও মনে করেন যে, ঐ আধারে আরও কয়েক প্রকার উপাদান বা পদার্থ যথা, আয়রন, ক্যালসিয়াম, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকিলেই মানুষের স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং সেগুলির পরিমাণগত অবস্থান্তর প্রাপ্তিতেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নানা জাতীয় বীজাণুও নানা রোগ আবির্ভাবের কারণ এ কথাও তাঁরা মনে করেন। কিন্তু মানুষের অসুস্থতার পিছনে জীবনী শক্তির বিশৃঙ্খলাই যে মূল কারণ,—এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। আর আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানে জীবনী শক্তির আবিষ্কার এক মহা মূল্যবান সম্পদ। কাজেই জীবদেহের সুস্থতা ও অসুস্থতার পিছনে ঐ জীবনী শক্তির ক্রিয়াশীলতার কথা অনুধাবন ও অনুশীলন করতে না পারলে হোমিওপ্যাথি

ও এলোপ্যাথির পার্থক্যগত স্বাতন্ত্র্য কোনও মতেই উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভেচ্ছু প্রত্যেক ছাত্রকে সর্বপ্রথম ঐ কথাগুলির স্বার্থকতা বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় নির্ভেজাল হোমিওপ্যাথি শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্রটী কোনও মতেই প্রস্তুত হয় না, বরং তথ্বিপরীতে ঐ সব হোমিওপ্যাথের দ্বারা হোমিওপ্যাথির অপযশই শুধু ঘোষিত হয় এবং জন চিত্ত হতে হোমিওপ্যাথি দূরে সরে যায়,—হোমিওপ্যাথির আবরণে এলোপ্যাথির প্রসারতাই বৃদ্ধি পায়। অতএব হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের উজ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হলে, কি ছাত্র, কি চিকিৎসক, প্রত্যেকেরই সর্বাগ্রে মনে প্রাণে এলোপ্যাথিক চিন্তা ধারার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের প্রাথমিকতম বৈসাদৃশ্য জ্ঞাপক অবস্থাটুকু অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যের বিভেদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। এ স্থলে চৈতন্য অর্থাৎ প্রাণ বা জীবনী শক্তি সর্বস্ব মানব দেহের রোগ মুক্তিই হোমিওপ্যাথির সাধনার বস্তু,—অপর দিকে এলোপ্যাথির চিন্তা ও লক্ষ্য জীবনী শক্তি ব্যতিরেকে যান্ত্রিক জড় দেহের বিশৃঙ্খলা মোচন, এ কথাই বুঝতে হবে।

ঐ চিন্তাধারার অভাবই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি প্রসারের একটি প্রধানতম অন্তরায় বলেই আমি মনে করি। কাজেই দেশের প্রতিটি বিবেচক মানুষের কাছে, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক ও সর্বোপরি দেশের পাঠকবর্গ প্রত্যেককেই বুঝিতে দিতে হবে যে, হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি,—এ দুটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিকতা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী,—তাই রোগী পরীক্ষা, ঔষধ নির্বাচন, শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে উভয়ের পার্থক্য স্বীমাহীন।

হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের ঐ সব মূল তত্ত্ব কথাগুলি সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবার জন্য প্রত্যেক চিকিৎসক, ছাত্র ও শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে এবং তা করতে পারলে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে, নিজেদের আত্মশুদ্ধি ঘটবে,—এই আমার বিশ্বাস। মোট কথা, হ্যানিম্যানসদৃশ মানসতার (mentality) অধিকারী হতে না পারলে সকলের অলক্ষ্যে এলোপ্যাথি একদিন জগদ্দল পাথরের মত হোমিওপ্যাথির বুক চেপে শ্বাস রুদ্ধ করে তার অপমৃত্যু ঘটাবে। এই কটি কথা মনে রাখলে হোমিওপ্যাথির বহু সংকট নিবারিত হবে বলে মনে করি।

## হ্যানিম্যানের মনোবৃত্তি

সত্য সন্ধানের অদম্য আগ্রহ নিয়ে যে সব মহামনীষী পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, তাঁদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নানা বাধা, বিপত্তি ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও স্রোতস্বিনী নদীর মত সকল বাধা অতিক্রম করে তাঁরা আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সক্রেটিস, গেলিলিও, কেপলার ও হারভে প্রভৃতির মত মহান আবিষ্কর্তাদের জীবনেও ঐ ঘটনার ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নাই। "প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদের চিন্তাধারা অভিন্ন"—একথা অনেকেই বলে থাকেন, কিন্তু আমরা বলব, শুধু তাই নয়, তাঁদের চিন্তায়, কর্মে ও ব্যক্তিগত চরিত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথি নামধেয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির প্রবর্তক ঋষিকল্প হ্যানিম্যান ছিলেন ঐ দলভুক্ত এক মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিলান্যাস স্থাপন করতে প্রতিপদে হ্যানিম্যানকে বহু বিঘ্ন ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে, তথাপি কোনও কিছুই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নাই। দৃঢ় প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও বিশিষ্ট জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা ছিল তাঁর চলার পথে একমাত্র পাথেয়। তিনি বলতেন, "সত্য ও ঈশ্বরের যাবতীয় চিরন্তন গুণাবলীর উৎপত্তি অভিন্ন; মানুষ একথা বুঝতে চায় না, কিন্তু সময় হলেই ঈশ্বর কুসংস্কারের কুহেলিকা ভেদ করে মানব সমাজের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন এবং তাকে আলোক-উজ্জ্বল পথে পরিচালনা করেন।" হ্যানিম্যানের চারিত্রিক কৃতসংকল্পতা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথের স্মরণ করা দরকার। আবিষ্কর্তার মননশীলতা, কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞান-সাধনার পরিবেশকে অনুসরণ না করে, শুধু সেই ব্যক্তির আবিষ্কারের সুপরিপক্ক ফল ভোগ করবার আশা, তাঁর উত্তরসূরীদের সাফল্যের পরিচয় নয়। ঐ প্রকার মনোভাব নাট্যশালায় চরিত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা চরিত্রবান্ নায়কের ভূমিকা গ্রহণের সমতুল্য। আমরা কথায় কথায় অর্গাননের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু ঐ অর্গানন যে মানুষটীর লেখনী প্রসূত তিনি কেমন ছিলেন, রোগী সাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, কিভাবে তিনি চিকিৎসা করতেন, এসব কথা আমরা অনেকেই

ভাবি না। জনচিত্তে হোমিওপ্যাথির স্থায়ী রেখাপাত না হওয়ায় এটী একটী অন্যতম কারণ বলেই মনে করি। সে যাই হোক, হ্যানিম্যান চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর মধ্যে যে কটী প্রত্যেক হোমিওপ্যাথের অনুকরণ যোগ্য তাই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

**ধীরতা, কৃতসংকল্পতা ও আর্তজনের প্রতি মমত্ব বোধ,** এই কটি গুণ হ্যানিম্যানের সাফল্যের সোপান মনে করা চলে। শিশুকাল হতে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঐ গুণাবলীর প্রতিফলন হ্যানিম্যানের চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। বালক অবস্থায় হ্যানিম্যান যখন জানতে পারলেন, তাঁর পিতা আর তাঁকে বেশীদূর পড়াতে চান না, তখন তিনি নিজের হাতে মাটির প্রদীপ তৈরী করে গোপনে পড়াশুনা চালিয়ে যান। পরবর্তী জীবনে অর্থের অভাব উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে সহপাঠীদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিয়ে ও বিভিন্ন পুস্তকাদি অনুবাদ করে সে ব্যয়ভার লাঘব করবার চেষ্টা করেন। অজানাকে জানবার দৃঢ় আকাঙ্খা ছিল তাঁর জীবনব্রত! ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এলোপ্যাথি শাস্ত্রে এম, ভি, উপাধি লাভ করার পর হতে সদৃশ চিকিৎসা তত্ত্বের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান এলোপ্যাথ বলেই পরিচয় দিতেন। আর্তমানবের রোগ-যন্ত্রণা দ্রুত গতিতে, কিন্তু স্থায়ীভাবে ও মধুর উপায়ে আরোগ্য করাই যাঁর একমাত্র জীবন সাধনা, সেই হ্যানিম্যান বেশী দিন এলোপ্যাথির নির্দেশে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁর স্ফটিকস্বচ্ছ মস্তিষ্কে ভেষজ ক্রিয়ার নব চেতনা জন্ম নিল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে। তারপর তিনি তমসাচ্ছন্ন—অনিশ্চিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি ত্যাগ করে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে সদৃশ চিকিৎসা-বিধানে গবেষণা ও সেই পথে চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করতে থাকলেন। হঠকারিতা তাঁর জীবনে কোথাও লক্ষ্য করা যায় নাই। তাই "সমান সমানকে আরোগ্য করে—**Likes cure likes**"—এই তত্ত্ব আবিষ্কারের সুদীর্ঘ ২১ বছর পর তিনি যখন পাঠক সাধারণের হাতে অর্গাননের প্রথম সংস্করণ তুলে দিলেন, তখনও আমরা দেখতে পাই তিনি এলোপ্যাথি মতাদর্শে প্রচুর পরিমাণে স্থূল ঔষধ প্রয়োগ করছেন; পারদ দুষ্ট রোগীকে স্থূল হিপার সালফ ১২ ঘণ্টায় ৩৬ গ্রেণ প্রয়োগ করতে বলছেন। অপরদিকে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম সংস্করণ অর্গানন প্রকাশের ৭ বছর পরে এবং মৃত্যুর ২৬ বছর পূর্ব পর্যন্ত

তিনি ঘুংড়ী কাশিতে পর্যায়ক্রমে হিপার সালফ ও স্পঞ্জিয়া প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। এসব কথা হতে অনেকেই হ্যানিম্যানকে স্থূল মাত্রার পরিপোষক এবং পর্যায়ক্রমে ঔষধ প্রয়োগের সমর্থক বলে ধারণা করতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখলে বলতে হবে তিনি ধীরভাবে ক্রমিক পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। তাই ক্রমধারায় এবং ধীর গবেষণা ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে তিনি হোমিওপ্যাথিকে একটি নির্ভুল চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। যাঁরাই শুধু তাঁর প্রারম্ভিক রচনাবলীর পটভূমিকায় হোমিওপ্যাথিক বিচার করবার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির স্বাদ হতে বঞ্চিত—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হ্যানিম্যানের পরিণত বয়সে সম্পূর্ণীকৃত অর্গানন, ক্রনিক ডিজিজ ও চিকিৎসা পদ্ধতিই প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ হোমিওপ্যাথি। সুদীর্ঘ দিনের গবেষণা ও অনুশীলনে তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে, অদৃশ-সূক্ষ্ম জীবনীশক্তিই রোগাক্রমণ ও রোগারোগ্যের কেন্দ্রস্থল। তাই সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করতে হলে যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন অসুস্থ জীবনী শক্তির সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে অবশ্য কোথাও তিনি তৃতীয় দশমিক, কোথাও বা ৬ শততমিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু পরিণত বয়সে ৩০ ও ৬০ শক্তিকেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য শক্তি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রোফভন কোরসাকোফ (Grof Von Korsakoff) যখন ১৫০, ১০০০ ও ১৫০০ শক্তি উদ্ভাবনের কথা প্রচার করলেন তখন হ্যানিম্যান ঐ তথ্যের সমালোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করলেন, "ঐগুলি আমারই অভিজ্ঞতার অনুসরণ মাত্র.....।"

রোগী চিকিৎসার জন্য যে সব নিয়ম ও উপদেশ তিনি অর্গানন ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন, নিজ জীবনে তা হতে তিনি একটুকুও বিচ্যুত হন নাই,—বর্ণে বর্ণে সেগুলি পালন করেছেন,—এমনি ছিল তাঁর কথা ও কাজে সামঞ্জস্য। তাঁর দ্বারা চিকিৎসিত রোগীলিপিগুলি সব সময়েই তাঁর মেটিরিয়া মেডিকা, এবং রুকার্ট (Ruckert) ও বনিংহুসেন-এর 'রেপারটারির' সঙ্গে হাতের কাছে থাকত। তাঁর রোগীতত্ত্ব ও বিভিন্ন সময়ে লিখিত রচনাবলীর সংখ্যা ছিল

ছত্রিশটি কোয়ার্ট খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫০০ অর্থাৎ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮০০০ হাজার। ঐগুলি সমস্তই তাঁর নিজের হাতে লেখা। হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পর তাঁর রোগীতত্ত্বগুলির অবস্থা কি ঘটল সে কথা আজও রহস্যাবৃত। হ্যানিম্যানের ইচ্ছা ছিল সেগুলি তাঁর মৃত্যুর পর যেন কন্যা ডাঃ মসড্রোফফে দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁর ফরাসী পত্নীর কাছ হতে শোনা যায়, প্যারিস বিপ্লবের পূর্বে তিনি (পত্নী) প্যারিস ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সেগুলি বিপ্লবে ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মূল্যবান সম্পদগুলি ফেলে রেখে তিনি যে প্যারিস ত্যাগ করেছিলেন, একথা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঐ সময় তিনি মিউনিক-এ (Munich) তাঁর জামাতা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন; কাজেই মনে হয় সেগুলি তিনি নিজের জামাতাকেই দিয়েছিলেন।

রোগীদের প্রতি হ্যানিমানের আচরণ ছিল অনুকরণযোগ্য। ধনীদের কাছে তিনি প্রচুর অর্থ আদায় করতেন এবং দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন, এমন কি, অনেক সময় তাঁদের টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন। রোগীদের প্রতি মমত্ব বোধ হ্যানিম্যান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হ্যানিম্যানের রোগী পরীক্ষা ছিল নিখুঁত ও উল্লেখযোগ্য। প্রশ্নের মধ্যে উত্তরের সহায়ক এমন কোন ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন না। কাজেই রোগীরা লক্ষণ বর্ণনা কালে নিজেদের ভাষাতেই উত্তর দিতে বাধ্য হতেন। প্রথমবার রোগীকে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং সে সময় তিনি শুধুই যে রোগের লক্ষণ সংগ্রহ করতেন তা নয়, উপরন্তু রোগীর লক্ষণ সহ তার বাসস্থান, আসবাবপত্র, পরিবেশ, রান্নাঘরের অবস্থা, কাজ-কর্ম এবং কোন কাজে কত সময় ব্যয় করা হয়, এ সব কথাই জানার চেষ্টা করতেন। সূক্ষ্ম শক্তির ঔষধ অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয় বলে রোগীর পথ্যাপথ্য বিষয়ে তাঁর বিধান ছিল অত্যন্ত কড়া। অধিক ঝাল মসলা, কফি, চা, উগ্র মদ ও ভেষজগুণযুক্ত যাবতীয় দ্রব্য তিনি রোগীর পথ্য তালিকা হতে বাদ দিতেন। এ ছাড়া, জোলাপ, সব রকম গরম স্বেদ, প্রলেপ, পুলটিস, খনিজ জলে স্নান এবং বমন ও ঘর্ম উৎপাদনকারী ঔষধ সেবন বন্ধ রাখতেন। পথ্যরূপে সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, ঝাঁজশূন্য বিশুদ্ধ মদ, দুধ, কোকো ও প্রচুর পরিমাণে জল পানের